ভোরের কাগজ

252

তারিখ ... AUG. 1 1 1999
পৃষ্ঠা ৪ ... কলাম ২

পরীক্ষার ফলাফল প্রসঙ্গে

গত ৩১ জুলাই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিএ, বিএসএস ও বিএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশ করেছে। এই ফলাফল দেখে মনে হয় পৃথিবীর কোনো দেশ এরকম পরিস্থিতির শিকার হয়নি। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলো যখন শিক্ষা ব্যবস্থায় এগিয়ে যাচ্ছে ঠিক তখনই ফলাফল নিয়ে জটিলতা সৃষ্টি করলো আমাদেরই শিক্ষা ব্যবস্থা। যে কলেজে সাতজন পরীক্ষার্থী ছিল সেখানে ৫৪ জনের রেজাল্ট কিভাবে প্রকাশ করা হলো। তার মধ্যে ৪১ জন ২য় বিভাগে আর ১৩ জন তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়। এটা কি কর্তৃপক্ষের অসাবধানতার কারণ? আর চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী কলেজ, চট্টগ্রাম কলেজ থেকে কিভাবে ২৭ জন পরীক্ষার্থী পাস করে, আর ১৭৫ জনের রেজাল্ট কিভাবে স্থগিত হয়। ঐ কলেজে তো অবৈধ রেজিস্ট্রেশনের কোনো প্রশ্নই আসে না। মহসীন কলেজের বিএসসির রেজাল্টশীট কিভাবে আসে না। ঐখানে একজন ছাত্রছাত্রীও কি পাস করার মতো ছিল না? এভাবে চট্টগ্রামের বিভিন্ন কলেজের ফলাফল খুবই হতাশাজনক ছিল।

একজন ছাত্র বা ছাত্রী ডিগ্রি পরীক্ষা দেওয়ার পর ভবিষ্যৎ জীবনের সোনালী স্বপ্ন দেখে। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা যখন সেশন জটের অক্টোপাসে আবদ্ধ ছিল ঠিক তখনই সেশনজট নিরসনের জন্য স্থাপিত হয় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। কিন্তু জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েও আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার সেশন জট নিরসন হয়নি।

তাই একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে আকুল আবেদন জানাচ্ছি যে, আপনারা সুষ্ঠু ও সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে ফলাফল প্রকাশ করবেন। কর্তৃপক্ষের অবহেলার কারণে অনেক প্রতিভাবান মেধাবী শিক্ষার্থীর জীবন যেন নষ্ট না হয়।

বৈশালী বড়ুয়া
ভুবনা
চট্টগ্রাম।